দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...21 AUG 1986... পৃষ্ঠা... 6 কলাম 3

ইসলামের দৃষ্টিতে ওয়াকফ্

অধ্যাপক এম. এ. রকিব

'ওয়াকফ্' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, 'আটকানো, যেমন, আওক্বাফাদ দ্বারা-আয়ে হাবিসাহা ফী সাবিলিল্লাহ' অর্থাৎ কোন বাড়ী (সম্পত্তি) জনকল্যাণের জন্যে আল্লাহর ওয়াস্তে দান করা বা হস্তান্তরযোগ্য নয় এবং যা জনকল্যাণের জন্যে দান করা হয়। (সূত্র ঃ আনমুনজিদ ফিল লুগাহ-লুইস মালুক আল-ঈমুয়ী)

উল্লেখ্য, ইসলামী আইনে 'ওয়াকফ্' বলতে ধর্মীয় কারণে উৎসর্গ বা দান বলা যেতে পারে। প্রাগৈসলামিক যুগে 'ওয়াকফ্' বলতে কোন কিছুর অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায়, সর্বপ্রথম 'ওয়াকফ্' করেন হযরত ওমর রাজি আল্লাহ আনহু। এটি আদি এবং এর মাধ্যমেই ওয়াকফ্ সম্পর্কে জানা যায়।

আরব দেশের অন্তর্গত খায়বর নামক স্থানে হযরত ওমরের কিছু জমি ছিল। তিনি তা দান করার উদ্দেশ্যে হযরত নবী করিম (সঃ)-এর খেদমতে পরামর্শের জন্যে আসেন। তিনি আরজ করেন— ইয়া রাসূলাল্লাহ, খায়বরে কিছু জমি আছে। জমিগুলো উন্নত মানের। আমি এসবের ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কামনা করি। প্রতি উত্তরে মহানবী (সঃ) তাঁকে নির্দেশ দেন যে, তুমি যদি ভাল মনে কর, তবে তা তুমি হস্তান্তরের অযোগ্য ঘোষণা করে সমস্ত উৎপন্ন ফসলাদি জনকল্যাণে দান করতে পার। সে মতে হযতর ওমর (রাঃ) নিম্নোক্ত শর্তে সম্পত্তি দান করলেনঃ

(১) এই সম্পত্তি বিক্রয় করা যাবে না;
(২) দান করা যাবে না;
(৩) মীরাস বা উত্তরাধিকার হিসেবে এতে দাবী করতে পারবে না;
(৪) আত্মীয়বর্গ বা কেউ দরিদ্র ফকির-মিসকিন -এর থেকে বিভিন্নভাবে উপকৃত হতে পারবে। এর আয় থেকে গোলাম আযাদ করা যাবে। ফী ছাবিলিল্লাহ (আল্লাহর রাস্তায়) খরচ করা হবে। যারা এর তত্ত্বাবধানে থাকবে তারাও এ থেকে নির্ধারিত অংশ নিতে পারবে এবং অন্য কেও দিতে পারবে। কিন্তু জমাতে পারবে না।

সাহাবাগণের অনেকেই নিজেদের সম্পত্তি জনকল্যাণে ওয়াকফ্ করেছেন বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়। মহানবী (সঃ) বলেন, "সম্পত্তি বেঁধে রাখ এবং এর থেকে যে মুনাফা হবে তা উৎসর্গ কর।" হযরত ওমরই সর্বপ্রথম সম্পত্তি ওয়াকফ্ করেন তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এর পরবর্তীতে উট ইত্যাদিও ওয়াকফ্ করার কথা জানা যায়।

ওয়াকফ্ সম্পত্তি বিক্রয় করা যাবে না। এবং তাতে কারো কোন অংশীদারিত্বও প্রমাণ করা যায় না। কেননা, ওয়াকফ্কৃত জমি মানেই আল্লাহর মালিকানাধীন জমি— সুতরাং এর মুনাফা ইয়াতীম, গীরব ও মেহমান-মুসাফির বা ধর্মীয় কাজের জন্যে সুনির্দিষ্ট। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর মতে, ওয়াকিফের (দানকারী) ওয়াকফ্কৃত সম্পত্তি বস্তু আবদ্ধ রাখাকে ওয়াকফ্ বলে, তবে ওয়াকফ্কৃত বস্তুর উৎপন্নদ্রব্য দাতব্য কাজে ব্যবহৃত হয়। তবে ওয়াকফ্-এর স্বত্বাধিকারী যায় না বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদের মতে, ফী সাবিলিল্লাহ দানকৃত সম্পত্তিকেই ওয়াকফ্ বলা হয়। তাই ওয়াকিফের কোন স্বত্বাধিকার থাকে না। ওয়াকফ্ করার পর মালিকানা আল্লাহর, তাই এ সম্পত্তির মানাফী (উৎপন্ন ফসলাদি) ভোগের একমাত্র অধিকার আল্লাহর বান্দাগণের। কাজেই ওয়াকফ্কৃত সম্পত্তিতে বা বস্তুতে কোন মতেই ওয়াজিকের মালিকানা বা স্বত্ব থাকার কথা নয়— এতে উত্তরাধিকার আইনও বর্তাবে না। শেষ পর্যন্ত স্বত্ব না থাকার সিদ্ধান্তের উপরই সকলেই এককমত হয়েছেন। শরীয়তের আইন মোতাবেক মোতাওয়াল্লী ওয়াকফ্ সম্পত্তির তদারকি করে থাকেন।

নির্ধারিত সময়ের জন্যে ওয়াকফ্ করা যায় না। একবার কোন সম্পত্তি যদি কেউ ওয়াকফ্ করেন, তাহলে তিনি তা ফিরিয়ে নিতে পারেন না বা তা বাতিল করাও ইসলামী আইনে নিষিদ্ধ।

ওয়াকফ্ সম্পত্তি থেকে যে সমস্ত বৃহৎ কার্যাবলী সম্পাদিত হয়, তা হলো মসজিদ নির্মাণ করা, ইমাম ও মুয়াজ্জিনের বেতন আদায়, মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণ, ফকির-মিসকিনদের সাহায্য করা, কবরস্থান ও ঈদগাহ তৈরী, মাদ্রাসা, মক্তব ইত্যাদি দ্বীনি তালিমের জন্যে প্রতিষ্ঠা করা, দাতব্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, ঈসালে সওয়াবের মাহফিল অনুষ্ঠান, এতিমখানা স্থাপন এবং রাস্তা, পুল, সেতু নির্মাণ, দীঘি বা পুকুর খনন, পানি সমস্যা সমাধানের জন্যে টিউবওয়েল স্থাপন, ধর্মীয় পুস্তকাদি ক্রয় করে বিতরণ ইত্যাদি যাবতীয় কাজ ওয়াকফ্কৃত সম্পত্তির আয় থেকে করা যেতে পারে। সর্বোপরি ওয়াকফ্কারীর নিজ সন্তান-সন্ততি ও গরীব আত্মীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থাও ওয়াকফ্কৃত সম্পত্তির আয় থেকে করা যায়।

ওয়াকফ্ ও ট্রাস্ট এক জিনিস নয়। ওয়াকফ্রের বুনিয়াদ হলো মহানবীর (সঃ) হাদিস যাতে বলা হয়েছে, যে ব্যবস্থার মাধ্যমে কোন সম্পত্তির উৎপন্নদ্রব্য মানুষের কল্যাণের জন্যে নিয়োজিত হয় এবং সম্পত্তির বস্তু আল্লাহর স্বত্বাধিকারে দেয়া হয় সেটাই হল ওয়াকফ্। সুতরাং এর মূল কথাই হল আল্লাহর বরাবরে মালিকানা হস্তান্তর। তবে কথা হলো যে, ওয়াকিফ বলে দিতে পারে যে, কিভাবে সম্পত্তির আয়-ব্যয় করা হবে এবং দলিলেও তা উল্লেখ থাকতে পারে। আবার দলিল ব্যতীত যদি কেউ মুখে মুখে ওয়াকফ্ করে, তাও জায়েয হবে। ইমাম আবু ইউসুফ বলেন যে, শুধু মৌখিকভাবে 'ওয়াকফ্' কথাটি বললেও তা সিদ্ধ হবে। মুতাওয়াল্লী মনোনয়ন একান্তভাবে আবশ্যিক নয়। বাংলাদেশের আদালতসমূহে এ মতবাদ গ্রহণযোগ্য হয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদের মতে মুতাওয়াল্লী ও দখলাপূর্ণ যুক্ত ঘোষণাই কেবল ওয়াকফ্সমূহে করতে পারে। কিন্তু

এইমত সকলের গ্রহণযোগ্য নয়। ওয়াকফ্ সম্পত্তি ১০০ টাকা বা তার অধিক হলে রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। তবে যে জমি ওয়াকফ্রূপে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত হচ্ছে, তা অবশ্যই ওয়াকফ্ বলেই ধরে নিতে হবে, এটাই আদালত কর্তৃক স্বীকৃত।

আমাদের দেশের শ' শ' একর জমি মসজিদ এবং গরীবদের কল্যাণের জন্যে ওয়াকফ্ করা আছে; কিন্তু সেসবের আয় ও ব্যয়ের সুষ্ঠু পরিচালনার অভাবে হাজার হাজার টাকা থেকে বিভিন্ন কল্যাণ ধর্মীয় স্কীম বঞ্চিত এবং প্রায় অনেকগুলোই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অবিলম্বে এসব ওয়াকফ্ সম্পত্তির ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণ-এ সুষ্ঠু ব্যবস্থা অতিশিগ্গিরই প্রয়োজনীয়। কেননা ব্যক্তি, রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠান কারো ওয়াকফ্ সম্পত্তির হুকুম দখলের কোন অধিকার নেই। এসবই ফী সাবিলিল্লাহ এবং বিশেষ করে এতে হক রয়েছে গরীব, মিসকিন ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের।

দেশের ২০ ভাগ মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, ঈদগাহ, মাজার, কবরস্থান এ জাতীয় সম্পত্তির উপর শুধু প্রতিষ্ঠিত নয়, এসবের আয়ের উৎসের উপর নির্ভর করে বেঁচে আছে। সুতরাং অনতিবিলম্বে বাংলাদেশের যাবতীয় ওয়াকফ্ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ সরকারী পর্যায়ে এনে সুবিন্যস্ত করা প্রয়োজন।